৩৪

যুগান্তর

তারিখ 2 1 NOV 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

ঢাবিতে ভর্তি : প্রতি আসনে প্রার্থী ২৪ জন

মুসতাক আহমদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতি সেশনে প্রথম বর্ষ অনার্সে ভর্তি ফরম বিক্রি বৃহস্পতিবার শেষ হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য এবার রেকর্ড সংখ্যক প্রার্থী আবেদন করেছে। মোট ৪ হাজার ৫৮৪ আসনের বিপরীতে ১ লাখ ৯ হাজার ২৭০ জন। গড়ে প্রতি আসনের জন্য ভর্তিযুদ্ধে লিপ্ত হবে প্রায় ২৪ জন। এবার ফরম বিক্রি করে কর্তৃপক্ষ পৌনে তিন কোটি টাকা আয় করেছে। গত বছর ৪ হাজার ৪৬৪টি আসনের বিপরীতে প্রার্থী ছিল ১ লাখ ১ হাজার ৯ জন। গড় প্রতিযোগী ছিল মাত্র ২৩ জন। ফরম বিক্রির আয়ও কম ছিল— ২ কোটি ৫২ লাখ ৫২ হাজার ২৫০ টাকা। চারটি ইউনিটে আবেদনকারীর সংখ্যাও গত বছর কম ছিল।

এবারও যথারীতি বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও ফার্মেসি অনুষদের 'ক', কলা, সামাজিক বিজ্ঞান ও আইন অনুষদের 'খ', বাণিজ্য অনুষদের 'গ' এবং বিভাগ পরিবর্তনকারী 'ঘ'— এ চারটি ইউনিটের মাধ্যমে ফরম বিতরণ করা হয়। চারটি ইউনিটের মধ্যে 'ক' ইউনিটের ১ হাজার ৩৪৮টি আসনের বিপরীতে ২৫ হাজার ১৬৭ জন, 'খ' ইউনিটের ২ হাজার ৩৮৬টি আসনের জন্য ২০ হাজার ৯৫৫, 'গ' ইউনিটে ৮৫০টি আসনের [illegible] ৩৭ হাজার ৩৪৮ প্রার্থী আবেদন করে। এবার ভর্তির জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে 'ঘ' ইউনিটের পরীক্ষায়। প্রতি আসনের জন্য ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হবে প্রায় ৮৩ জন। এছাড়া 'ক' ইউনিটের গড় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রায় ১৯, 'গ' ইউনিটে ৩১ জন। সবচেয়ে কম প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে 'খ' ইউনিটে প্রতি আসনের জন্য মাত্র ৯ জন। সংশ্লিষ্টরা জানান, এবার ফরম বিক্রি করে কর্তৃপক্ষ মোট ২ কোটি ৭৩ লাখ ১৭ হাজার ৫শ' টাকা আয় করেছে। ফরম বিক্রিতে সিরিয়ালপ্রথা কঠোরভাবে রোধ করার কারণে এবার ফরম কম বিক্রি হয়েছে। তা না হলে আরও ফরম বিক্রি হতো বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। গত বছর বিভাগ পরিবর্তনকারী 'ঘ' ইউনিটে আবেদন করেছিল মাত্র ৩৪ হাজার ৩৪৭ জন। এছাড়া 'ক' ইউনিটে ২৫ হাজার ৭৮৪ জন, 'গ' ইউনিটে ২৪ হাজার এবং 'খ' ইউনিটে ১৬ হাজার ৮৭৮ জন আবেদন করেছিল।

এবার রেকর্ড সংখ্যক প্রার্থী আবেদন করেছে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়ার জন্য। মোট ৪ হাজার ৫৮৪ আসনের বিপরীতে ১ লাখ ৯ হাজার ২৭০ জন

ফরম বিক্রির আয় থেকে ফরমপ্রতি ১ টাকা ব্যাংকে বিক্রির সঙ্গে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দেয়া হবে। ২৫ ভাগ কেন্দ্রীয় তহবিলে দিতে হবে। এছাড়া খাতা দেখা বাবদ প্রত্যেকটির জন্য ৬ টাকা করে পরীক্ষককে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়। এবার প্রতি বিভাগে কোটা থেকে ২ জন করে ভর্তি। নির্ধারিত আসনের বাইরে কোটার সংখ্যা রয়েছে বলে জানা যায়। সে হিসাবে ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৪ হাজার ৬৯০ জন ভর্তি করা হবে।

কোন বিভাগে কতজন ভর্তি করা হবে

প্রশাসনিক ভবন সূত্র জানায়, নতুন দুটি বিভাগ বিশ্বধর্মতত্ত্ব এবং ব্যাংকিং ও ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগসহ এবার মোট ৫৩টি বিভাগ ও ইনসটিটিউটে ৪ হাজার ৫৮৪ জনকে ভর্তি করা হবে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে— বাংলায় ১৩২, ইংরেজিতে ১৩২, আরবি ১১০, সংস্কৃত ও পালি ৭৩ (৫৫+১৮), উর্দু ও ফার্সি ৫৬, ইসলামী শিক্ষা ১১০, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি ১১০, ইতিহাস ১৩৮, দর্শন ১৬৫, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা ৫৫, নাট্যকলা ও সঙ্গীত ৩০, ভাষাতত্ত্ব ২০ এবং বিশ্বধর্মতত্ত্ব ৫০ জন। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে মোট ১০৫৫ জন ভর্তি করা হবে। এগুলোর

ভর্তি · পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

ভর্তি : ঢাবিতে

(৩য় পৃষ্ঠার পর) মধ্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ২২০, সমাজবিজ্ঞানে ২২০, নৃ-বিজ্ঞানে ৫৫, অর্থনীতিতে ১৩৮, আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ১১০, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতায় ৬৬, লোকপ্রশাসনে ১৩৮, সমাজকল্যাণে ৮৩, শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়নে ১০ ও উইমেন স্টাডিজে ১৫ জন। আইন বিভাগে ১৫০ জনকে ভর্তি করা হবে। বিজ্ঞান অনুষদের গণিতে ১৩০, পদার্থবিজ্ঞানে ১৪০, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্সে ৭০, রসায়নে ৯০, ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তিতে ৬০, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৬০, ভূগোল ও পরিবেশে ১০০, ভূতত্ত্বে ৫০, পরিসংখ্যানে ৮৮, ফলিত পরিসংখ্যানে ৫০। জীববিজ্ঞান অনুষদের অনুজীব বিজ্ঞানে ৩০, উদ্ভিদ বিজ্ঞানে ৭৫, প্রাণরসায়ন ও মলিকুলার বায়োলজিতে ৫৫, প্রাণিবিদ্যায় ৮০, মনোবিজ্ঞানে ৮০, মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগে ৭৫, খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞানে ২৫, মৎস্যবিজ্ঞানে ২০ এবং জেনেটিক, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ১০ এবং ফার্মেসিতে ৬০ জন। বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের বিজনেস স্টাডিজ, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ, ফিন্যান্স ও মার্কেটিংয়ের প্রত্যেক বিভাগে ১৭৫ জন করে এবং ব্যাংকিংয়ে ৮৭ ও ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমে ৬৩ জন ভর্তি করা হবে।

ভর্তি পরীক্ষা ও নিয়মাবলী

ভর্তি পরীক্ষা ১ ডিসেম্বর 'গ' ইউনিটের পরীক্ষার মাধ্যমে শুরু হবে। এছাড়া ৮ ডিসেম্বর 'খ', ১৫ ডিসেম্বর 'ক' এবং ২২ ডিসেম্বর 'ঘ' ইউনিটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। 'ক' ইউনিটের পরীক্ষার সময় পৌনে ২ ঘণ্টা। এবার প্রত্যেক ইউনিটের পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকবে ১২০টি করে। অন্য তিনটি বিভাগের পরীক্ষার সময় ১ ঘণ্টা। ভুল উত্তরের জন্য নম্বর কাটা হবে। এক্ষেত্রে এমসিকিউর পাঁচটি অপশনের ক্ষেত্রে একটি প্রশ্নের মানের এক-পঞ্চমাংশ এবং চারটি অপশনের ক্ষেত্রে এক-চতুর্থাংশ নম্বর কাটা হবে। পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ১৫ দিনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করতে হবে। ভর্তি পরীক্ষায় নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে ১২০। ৪৮ প্রাপ্তরা উত্তীর্ণ বলে বিবেচিত। ২০০ নম্বরের মধ্যে মেধা তালিকা প্রণীত হবে। এসএসসি ১৫ ভাগ ও এইচএসসিতে ২৫ ভাগ এবং ভর্তি পরীক্ষায় ৬০ ভাগ ধরে মেধা তালিকা প্রণীত হবে। ইন্টারনেট চার্জ বাবদ প্রত্যেক ছাত্রের কাছ থেকে এবার আড়াইশ' টাকা করে নেয়া হবে।

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভাঙচুর

এদিকে অবরোধের মধ্যে শেষদিনে সোমবার অনেক শিক্ষার্থী 'ঘ' ইউনিটে ফরম জমা দিতে আসে। সকাল ৯টা থেকে ফরম জমা নেয়ার কথা থাকলেও 'ঘ' ইউনিটে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত জমা নেয়া হচ্ছিল না। কাউন্টার থেকে কর্মকর্তারা জানান, অনুষদের ডিন অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ তাদের ফরম জমা নিতে নিষেধ করেছেন। এতে শিক্ষার্থীরা ক্ষিপ্ত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে। একপর্যায়ে তারা অনুষদে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে দরজা ও জানালার গ্লাস ভাঙচুর শুরু করে। শেষে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বেলা ১১টায় ফরম গ্রহণ শুরু করলে শিক্ষার্থীরা নিবৃত্ত হয়।